দৈনিক খবর
তারিখ 13 OCT 1989
পৃষ্ঠা

মতামত

ডঃ মোঃ শামসুল হক মিয়া

বৃত্তিমূলক বাণিজ্যিক শিক্ষার সমস্যা ও সম্ভাবনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেশের প্রচলিত বৃত্তিমূলক বাণিজ্যিক শিক্ষা পদ্ধতিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এ শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে বিরাজিত সমস্যাবলী পর্যালোচনাপূর্বক ইহাকে যুগোপযোগী এবং উৎপাদনমুখী করে এর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যথাযথ সুপারিশ পেশ করার নিমিত্তে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর এম শামসুল হককে চেয়ারম্যান এবং ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের বর্তমান অধ্যক্ষ মোঃ আবদুল মান্নানকে সদস্য সচিব করে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে গত ২৪ জুলাই, ১৯৮৯। সুপারিশমালা পেশ করার জন্য কমিটিকে সময় দেয়া হয়েছে তিন মাস। অর্থাৎ আগামী অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখের মধ্যে কমিটিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তাদের সুপারিশমালা পেশ করতে হবে। এ কমিটিতে দেশের বেশ ক'জন প্রথিতযশা শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষা প্রশাসক রয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সময়োপযোগী এবং সুচিন্তিত পদক্ষেপের জন্য আমরা অভিনন্দন জানাই। এ প্রসঙ্গে কমিটির সদয় অবগতি এবং সুবিবেচনার জন্য বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমি কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের (১৯৫৯) সুপারিশের ভিত্তিতে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) সরকারের সাথে ইউএসএইড (USAID) এবং কলোরেডো স্টেট কলেজের সাথে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ১৯৬৫-৬৭ সালে ১৬টি গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ছিল দেশের সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত এবং বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো সুষ্ঠু অফিস পরিচালনার লক্ষ্যে দক্ষ অফিস কর্মচারী সৃষ্টির নিমিত্তে এসএসসি পরীক্ষা পাস করার পর চাকরি প্রার্থী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সচিবী-বিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান এবং দপ্তর বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় উন্নতমানের বাস্তব ভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদেরকে সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত, বেসরকারী এবং বৈদেশি কূটনৈতিক মিশনগুলোর বিভিন্ন অফিসে চাকরির জন্য উপযুক্ত করে গড়ে তুলে দেশের বিরাজমান বেকার সমস্যার কিছুটা লাঘব করা। ভিন্ন ক্যাম্পাসে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও স্থানাভাবে এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর প্রাপ্ত সম্পদের কাম্য ব্যবহারের উদ্দেশ্যে ঐ সময় কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো সাময়িকভাবে টেকনিক্যাল এবং পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটগুলোর সাথে সংলগ্ন করে স্থাপন করা হয়। কথা থাকে যে, পরবর্তী পর্যায়ে সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোকে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট ক্যাম্পাস হতে ভিন্ন ক্যাম্পাসে স্থানান্তর করা হবে। শুধুমাত্র ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট একটি আলাদা ক্যাম্পাসে স্বতন্ত্র ইন্সটিটিউট হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। চট্টগ্রাম এবং খুলনা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটকে ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ন্যায় স্বতন্ত্র ক্যাম্পাসে স্থাপন করার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক মূল প্রস্তাবটির সংশোধন করে চট্টগ্রাম গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সাথে এবং খুলনা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটকে খুলনা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের সাথে সংলগ্ন করে রাখা হয়।

ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের মূল স্কীমটি আজো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের মূল স্কীমে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ছিল। এ ইন্সটিটিউটের জন্য যে চার একর জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল তা আজো পুরোপুরিভাবে হুকুম দখল করা যায়নি। ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউট বর্তমানে মাত্র ১·৮৭ একর জমিতে দাঁড়িয়ে আছে। ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান এবং ছাত্রদের জন্য কোন ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল না। কথা ছিল, ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের শিক্ষক ও ছাত্রগণ পার্শ্ববর্তী গ্রাফিক আর্টস ইন্সটিটিউটের পর্যাপ্ত বাসস্থান এবং বিরাট ছাত্রাবাস হারাহারিভাবে ব্যবহার করবে। কিন্তু এ নিয়ে পরবর্তী পর্যায়ে দু'টি ইন্সটিটিউটের মধ্যে বেশ তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্বভার অর্পণ করা হল কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের ওপর। আর ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। কিন্তু কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর বাণিজ্যিক শিক্ষার ন্যায় একটি প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুষ্ঠু বিকাশ সাধন এবং সম্প্রসারণে ব্যর্থ হলো। এটা বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য যেমন দুঃখজনক তেমনি দুঃখজনক কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তরের জন্যও। প্রতিটি সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের জন্য মাত্র ১,০০০ বর্গফুটের দুটো কক্ষ ছিল। এর একটিতে ছিল টাইপিং ল্যাবরেটরী। অপরটি ছিল ইন্সট্রাক্টর-ইন-চার্জ-এর অফিস কক্ষ। সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর থিওরেটিক্যাল ক্লাস করার জন্য পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের শ্রেণীকক্ষ

সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোর প্রশাসনিক দায়িত্বভার ন্যস্ত ছিল পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপালের ওপর। সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ইন্সট্রাক্টর-ইন-চার্জ সরাসরি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপালের নিকট দায়ী থাকতেন। অর্থাৎ ক্ষমতাবলে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের প্রিন্সিপাল কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের বাজেট প্রণয়ন করতেন এবং যাবতীয় ব্যয়ভার তিনিই নির্বাহ করতেন। এ ক্ষেত্রে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ইন্সট্রাক্টর-ইন-চার্জের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, কোন কোন পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের শিক্ষকদের স্টাফ কোয়ার্টার এবং ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসের আসন বন্টনেও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতো। শিক্ষকদের নিয়মিত পদোন্নতির কোন ব্যবস্থা ছিল না। ছিল না তাদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও। এ সমস্ত কারণে কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের শিক্ষক/শিক্ষিকা ও ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে। বাণিজ্যিক শিক্ষাকে এর নিজস্ব গতি ধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমগ্র বাংলাদেশের গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের সকল ছাত্র/ছাত্রী এক সর্বাত্মক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহ হতে সংলগ্ন কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহকে শুধুমাত্র পৃথক করে ভিন্ন ক্যাম্পাসেই স্থানান্তর করা হলো না, সমগ্র বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের প্রশাসনিক দায়িত্বভার কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর-এ ন্যস্ত করা হলো। আর ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স চূড়ান্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরিবর্তে সাময়িকভাবে বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারী এডুকেশন, ঢাকা-এর ওপর অর্পিত হলো। সিদ্ধান্ত হলো, অবিলম্বে একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক শিক্ষা বোর্ড গঠন করা হবে। আর বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি স্কীম প্রণয়ন করা হবে। শিক্ষকদের পদোন্নতি এবং দ্রুততর করা হবে এবং শিক্ষকদের পদের Nomenclure Convert করে জেনারেল কলেজের শিক্ষকদের পদের অনুরূপ করা হবে। আর শিক্ষকদের জন্য করা হবে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রাম কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর হতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে স্থানান্তরিত হওয়ার অর্ধযুগ পরও শিক্ষকদের কোন পদোন্নতি হয়নি। শিক্ষক প্রশিক্ষণ একটি শিক্ষা প্রোগ্রামের প্রাণস্বরূপ। কিন্তু এ ছয় বছরে একজন শিক্ষকেরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি। প্রণীত স্কীমটি অনুমোদন পায়নি আজো। গঠিত হয়নি প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক শিক্ষা বোর্ড। এখনো ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড দায়সারা গোছের ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। এতে ছাত্র-শিক্ষক কেউই সন্তুষ্ট নন। শিক্ষক পদের Nomenclature আজও সরকারী কলেজের অনুরূপ করা হয়নি। এমনকি পলিটেকনিক ক্যাম্পাস হতে বেরিয়ে এসে গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলো ক্লাস করছে ভাড়া করা বাড়ীতে। যেখানে না আছে কোন সুযোগ-সুবিধা। না আছে শিক্ষার কোন সুষ্ঠু পরিবেশ।

ইতিমধ্যে দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে বাণিজ্যিক শিক্ষার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটগুলোতে ছাত্রসংখ্যা অনেক গুণে বেড়ে গেছে। তাই ছাত্রসংখ্যার অনুপাতে এ ইন্সটিটিউটগুলোতে অনেক শিক্ষকের প্রয়োজন। বিশেষ করে বর্তমানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের তীব্র অভাব অনুভূত হচ্ছে। অন্যদিকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়োজন মতো শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে না, পূরণ করা হচ্ছে না শিক্ষকের শূন্য পদগুলো। উপরন্তু এনাম কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ৮টি জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর ও ৩৮টি লেকচারার পদ অবলুপ্ত করা হয়েছে। এতে ইন্সটিটিউটগুলোতে স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে দারুণভাবে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স এসএসসি-পরবর্তী আইকম-এর সমমানের একটি দু'বছর মেয়াদী শিক্ষা কোর্স। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএতে মাস্টার্স লেভেলে এমবিএ কোর্স চালু আছে। কিন্তু মধ্যবর্তী পর্যায়ে বিবিএ বা সমমানের কোন কোর্স বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু না থাকায় ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পাস করার পর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী একই পেশাগত ধারায় উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আরেকটি ব্যাপার হলো, বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচলিত Talent pool-এর বৃত্তির ন্যায় গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে না। পূর্বের ন্যায় শেষ বর্ষের ছাত্রদের শিক্ষা সফর ভাতা দেয়া হচ্ছে না।

তাই গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটসমূহের শিক্ষকদের অবলুপ্ত পদ পুনঃ সৃষ্টিসহ বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক পদ সৃষ্টি, শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, শূন্য পদ পূরণ, তাদের নিয়মিত পদোন্নতি এবং প্রশিক্ষণ, বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য উন্নয়ন স্কীম অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন, বাণিজ্যিক শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা বোর্ড গঠন বিবিএ বা সমমানের ডিগ্রী কোর্স এবং Talent pool-এর বৃত্তি প্রবর্তন, শিক্ষা সফর ভাতা চালু ইন্সটিটিউটসমূহের জন্য শিক্ষা সরঞ্জাম ও শিক্ষোপকরণ, যথা- টাইপরাইটার, ক্যালকুলেটিং মেশিন, ফটোস্ট্যাট মেশিন এবং পর্যাপ্ত বই সরবরাহ, জেনারেল কলেজের ন্যায় শিক্ষকদের পদের Nomenclature এবং বেতন স্কেল প্রবর্তন, ঢাকা গভঃ কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের ন্যায় প্রত্যেকটি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটে পর্যাপ্ত অফিস কর্মচারীর পদ সৃষ্টি, প্রত্যেকটি কমার্শিয়াল ইন্সটিটিউটের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ, অবলুপ্ত ৩৮টি লেকচারারের পদ পুনঃ সৃষ্টি, ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স কোর্সকে আধুনিকীকরণ করার লক্ষ্যে কারিকুলাম সংশোধন করে যুগোপযোগী করার জন্য কম্পিউটার, সেলসম্যানশীপ, ইনস্যুরেন্স, ব্যাংকিং, স্টোর কিপিং ইত্যাদি প্রয়োজনীয় কোর্স চালুকরণসহ বিভিন্ন সমস্যার আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ করে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কমার্শিয়াল ইন্সটিউটসমূহের কাজ করার জন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর পদ নেই। অন্য কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা তাদের স্বাভাবিক দায়-দায়িত্বের অতিরিক্ত কাজ হিসেব এই ইন্সটিটিউটগুলোর কাজ করেন বিধায় প্রশাসনিক কাজকর্ম সুষ্ঠু হয় না। অধিদপ্তর বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য অবিলম্বে পর্যাপ্ত পদ সৃষ্টি করে একটি শাখা খোলা প্রয়োজন এবং এ শাখাটি বাণিজ্যিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত হলে বৃত্তিমূলক এ বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রোগ্রামের উজ্জ্বল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আশা করা যায়।